পশ্চিমবঙ্গ কলেজ শিক্ষাকর্মী ইউনিয়ন

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি

২৪৯, বি. বি. গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা.

*****

সার্কুলার

*****

কমরেড,

গত ২১ /০২/২০২৩ সারাদিন ব্যাপী কর্মবিরতির ঐতিহাসিক কর্মসূচীতে রাজ্য কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত সংগঠনগুলির যৌথ মঞ্চ এবং সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের যৌথ সভা থেকে রাজ্য সরকারের সামগ্রিক বঞ্চনার প্রতিবাদে আগামী ১০ ই মার্চ'২৩ সমস্ত সরকারি দপ্তর সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল , আদালত, পঞ্চায়েত সহ সর্বত্র ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

দাবি গুলি হলঃ-

১) বকেয়া সহ মহার্ঘ ভাতা/ মহার্ঘ রিলিফ প্রদান

২) স্বচ্ছতার সাথে শূন্য পদে নিয়োগ ও অস্থায়ী কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ

৩) বিভেদের রাজনীতি বন্ধ করে রাজ্যে গণতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

আজ ২২/০২/২৩ মুন্সি মোশারফ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনলাইন মুডে রাজ্য সম্পাদক মন্ডলী সভা থেকে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় ।

সভায় মোট ১৭ জন উপস্থিত ছিলেন।। ৭ জন অনুপস্থিত ছিলেন।

১) আগামী ১০ ই মার্চ যেহেতু রাজ্যের প্রায় অধিকাংশ কলেজ গুলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা চলবে,সে ক্ষেত্রে পরীক্ষা নির্বিঘ্নে যাতে সম্পন্ন হতে পারে সেইটিকে সুনিশ্চিত করা আমাদের মত দায়িত্বশীল সংগঠনের কর্তব্য। সেই বিষয়টি বিবেচনায় রেখে আমাদের আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে।

ক) প্রথমত ধর্মঘটকে ব্যাপক এবং সর্বাত্মক করে তুলতে প্রতিটি জেলা কমিটির সভা করতে হবে ।
জেলা কমিটির সভা থেকে পরিকল্পনা করে সহকর্মীদের কাছে পৌঁছাতেে হবে।
প্রতিটি ইউনিট কমিটির সভা করতে হবে।

খ) প্রতিটি জেলা কমিটিকে জানাতে হবে তাদের নিজ নিজ জেলায় কতগুলি কলেজকে ধর্মঘটের আওতায় আনা যাবে আর কতগুলি কে আনা যাবে না তার নির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ করে তালিকা প্রস্তুত করে রাজ্য দপ্তরে পাঠাতে হবে ।

খ) প্রতিটি ইউনিট কমিটিকে দিয়ে স্ট্রাইক নোটিশ অধ্যক্ষদের কাছে দিতে হবে।

২) প্রতিটি জেলা কমিটির সম্পাদক/সভাপতিদের বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে আগামী বৃহস্পতিবার ২৭.২-র মধ্যে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের কাছে সংগঠনের পক্ষ থেকে স্ট্রাইক নোটিশ সহ আগামী ১০ তারিখ পরীক্ষা সূচি না রাখার জন্য অনুরোধসুচক পত্র দিতে হবে। পাশাপাশি ভাবে যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ইতিমধ্যেই পরীক্ষা সূচি প্রকাশিত করেছে , তাদের ক্ষেত্রে তারিখ পরিবর্তনের জন্য আবেদন পত্র দিতে হবে। জমা চিঠির প্রতিলিপির এক কপি রাজ্য দপ্তরে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

৩) যে সমস্ত কলেজগুলিতে পরীক্ষা নেই তাদের ধর্মঘটে অংশ নেরাব জন্য অনুরোধ করছি।

৪) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিমধ্যেই পরীক্ষা নির্ঘণ্ট প্রকাশিত করেছে,এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে পরীক্ষার তারিখ সংশোধন সহ স্ট্রাইক নোটিশ জমা দেওয়ার জন্য দায়িত্ব পালন করবেন কলকাতা জেলা কমিটি ।

৫) প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাব কমিটিকে সভা ডেকে বা ভার্চুয়াল সভা করে উক্ত টীমের প্রতিটি সদস্যকে একসাথে উপস্থিত থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগাযোগ করে স্মারকলিপি প্রদান করতে হবে।
প্রতিটি জেলার সম্পাদক এবং সভাপতিকে যাবতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি।

৬) ধর্মঘটের সমর্থনে প্রেস বিবৃতি, দায়িত্বে উপানন্দ মন্ডল।

অভিনন্দন সহ
সুব্রত চক্রবর্তী
সাধারণ সম্পাদক
রাজ্য কমিটি।